



প্যারিসের চিঠি – এক

ওয়াসিম খান পলাশ

প্যারিস থেকে

জানা, শুনা আর দেখা এই তিনটি শব্দের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। কিন্তু আজ প্যারিসের চিঠি লিখতে বসে আমি সমস্যায় পড়লাম। প্যারিসের কতটুকু জানা, কতটুকু শোনা আর কতটুকু দেখেছি তা বলা কঠিন। যখন ক্লাশ ফাইভ এ পড়ি সে সময় আমার বাবা আমাকে একটা বিশ্ব ডায়রী কিনে দিয়েছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি বিশ্বকে জেনে সাধারণ জ্ঞান বাড়ানো। ঐ ডায়রীটি ছিল আমার পৃথিবী। পৃথিবীকে জানার স্পৃহা ছিল প্রবল - অল্প দিনেই ডায়রীটি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। ঐ ডায়রী পড়তে পড়তে আমি প্রথম দেখেছিলাম প্যারিস শহর। জেনেছিলাম - **Paris is a city of Civilization.**

বিখ্যাত সেইন নদী এই সুন্দর নগরীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এক সময়ে নগরীর দুই অংশের জনসাধারণ পারাপারের জন্য নৌকা ব্যবহার করতো। বর্তমানে অসংখ্য ব্রীজ নির্মাণ করে সড়ক ও রেলপথ তৈরী করা হয়েছে। এখন সেইন নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো চলাচল করে। সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি আইফেল টাওয়ারের সৌন্দর্য দেখে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সাড়ে সাত হাজার টন ইস্পাত দিয়ে তৈরী টাওয়ারটির ভূপৃষ্ঠে ভর শূন্য। টাওয়ারটির চারটি পায়ে কোন ভরই পড়ে না। **Franch Structural Engineer M. Gustave Alexandre Eiffel** টাওয়ারটির নির্মাণে এমন সব কলাকৌশল অবলম্বন করেছেন যাতে প্রতিটি খাচে এসে এর ভর শূন্য হয়ে যায়। প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় আইফেল টাওয়ার আমার কল্পনার পৃথিবীতে রোমাঞ্চ জাগাতো। প্যারিসের চিঠি লিখতে বসে আমি আমার ছোট বেলায় হারিয়ে যাচ্ছি।

প্যারিসের গোড়া পত্তনের সময় এর পরিধি ছিল বর্তমান নগরীর চেয়েও কয়েক গুন বড়। রাজা এফ ফাংকিস প্রথম সেইন নদী পরিবেষ্টিত আইলেভটিতে প্যারিস নগরী

প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই নগরীর নাম ছিল লিল দো ফস। লিল দো ফস কে রেজো পারীজিয়া বলা হতো। বর্তমানে লিল দো ফসকে ৮ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে, এর ১ ও ২ জোন নিয়ে মূল প্যারিস নগরী।

লিল দো ফসের ভিতর যারা বসবাস করতো তাদেরকে পারীজি বলা হতো। মজার ব্যাপার হলো, পারীজী কথাটির অর্থ হলো বোট পিপল। উল্লেখ্য সপ্তম শতকে পারীজি ও অন্যান্য প্রভিন্স থেকে আসা বহিরাগতরা সেইন নদীর পার্শ্ববর্তী উচু পাহাড় গুলোতে বসবাস শুরু করে। এর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ যোগ্য – শারন, মেনিমন্ত, পূবে বেলভিল পশ্চিমে শেইও উত্তরে মোমারত ও সাউথ এ মো সেন্ট জেনেভিভ।

এখানে একটি মজার ব্যাপার হলো প্যারিস যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের কাছে সপ্তম নগরী তেমনি ফ্রান্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকের কাছেও তাই। **Historically Paris has been a magnet for French Provincials.** আর তাই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর তখনকার মোট জন সংখ্যার ২/৩ অংশ ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বসতি স্থাপন করে এখানে। আজ প্যারিস বিশ্বের অত্যন্ত সুন্দর ও অত্যাধুনিক মেগাসিটি - শিল্প, সাহিত্য গবেষণা ও প্রসারের প্রাণকেন্দ্র। **Artists, Writers, Composers,** এবং **Visitor** দের প্রথম ভালোবাসা। মোনালিসার রহস্যময়ী হাসি আর আইফেল টাওয়ারের সৌন্দর্য মাখা তিলতোমা এই নগরী গেথে আছে পৃথিবীর শত কোটি মানুষের মনে!

চলবে -----